সংবাদ

22 AUG 1987

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শিক্ষা নামে মূর্খতার প্রসারকে প্রতিরোধ করুন

জর্জ বার্নার্ড শ'-র কোন একটা লেখায় পড়েছিলাম যে সমাজে প্রকৃতিস্থ মানুষের সংখ্যা বেশী নয়। বরং অত্যল্প। এই কথাটিই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন তার 'একলা চল' গানটির মধ্যে। জনাব গোলাম সামদানী কোরায়শীর পূর্বের কার্যকলাপ আমার চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার লেখা পড়ে মনে হচ্ছে তিনি যেন ক্ষেপে গেছেন। সমাজের একটা দুর্ভাগ্য হল যে এরকম ক্ষেপে যাওয়া লোক পাওয়া যায় না। মানব সভ্যতার যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে তা এই ক্ষেপে যাওয়া লোকগুলোর জন্যেই। অথবা সেই গল্পের ভাষায় নেংটা রাজাকে নেংটা বলতে পারার সাহস বা ধৃষ্টতার ফলে।

আমি নিজে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর মাষ্টারী করে ইদানীং চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছি। সারা জীবন দুর্বলতম ইমানটিকে হৃদয়ে পোষণ করেছি। অর্থাৎ অন্যায়কে ঘৃণা করেছি। এমনকি বন্ধু মহলে সেই ঘৃণার কথা ব্যক্তও করেছি। এবং তাতে বহু শত্রু ও টিটকারীদাতাও সৃষ্টি করেছি। কিন্তু লজ্জার ও আক্ষেপের সঙ্গে স্বীকার করব যে প্রতিরোধ করিনি। করতে পারিনি। প্রতিরোধ করতে সংগঠন দরকার। সংগঠন করতে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক সমমনা লোকের দরকার। এবং এই সমমনা লোকগুলোর মধ্যে কষ্ট করার ত্যাগস্বীকার করার জন্যে প্রস্তুতি দরকার। (আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা কিন্তু বিপরীত-লভ্যাংশ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়ই সংগঠন।) আমাদের এই জরাজীর্ণ সমাজের মধ্যেও আদর্শবাদী চরিত্রবান মানবদরদী লোক আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি। যদিও সংখ্যা তাঁদের অতি অল্প। কিন্তু তাদের নৈতিক শক্তি ক্ষুদ্র নয়। কিন্তু এটাকে সংগঠনের মধ্যে না নিলে কার্যকর করা যাচ্ছে না।

এখানে এই সমমনা লোকগুলোর ঘনিষ্ঠ ও একত্র হবার সুযোগ পাওয়া গেছে দৈনিক "সংবাদ"-এর সৌজন্যে। তার জন্যে দৈনিক 'সংবাদ'-কে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে অজস্র কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

পরীক্ষায় নকলের ব্যাপারে আসা যাক। বৃক্ষের যেমন ফল, আমাদের শিক্ষা-বৃক্ষের ফল ও তেমনি নকল। যে রস থেকে ফল জন্মায় সে রসের উৎস একেবারে গোড়ায়। পরীক্ষায় নকলের উৎসও পরীক্ষা কক্ষ নয়। সমস্ত শিক্ষা-পরিমণ্ডলে সেটা ব্যাপৃত। সেই সার্বিক পরিস্থিতিকে পালটাতে না পারলে নকল শুধু নকলই থাকবেই না এটা সমর্থনযোগ্যও হবে। ঐ সার্বিক ব্যবস্থাই এটাকে সমর্থন করবেন যেমন এখন করছে। আমাদের যে সমাজ পরিবেশের মধ্যে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চলছে, নকল তারই ফসল। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে আমাদের নকল বিরোধী আন্দোলনকে এই গলিত পচা সমাজ বিচ্ছিন্ন আন্দোলন বলেই আখ্যায়িত করবে। এবং এর প্রতি ঘৃণা প্রকাশকে অভিনব ব্যাপার বলে অভিহিত করবে।

এখন প্রশ্ন: এনকলের মূল উৎস কোথায়? আজ থেকে চৌষট্টি বছর আগে একদিন রবীন্দ্রনাথ এদেশের যুবকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, "ইউরোপ যখন নিজেদের বিদ্যা নিজেরা আবিষ্কার করিয়া লইতেছে আমরা তখন প্রাণপণে নোটবইয়ের পাতা মুখস্থ করিতেছি" মুখস্থ করলে কি হয়? না, পরীক্ষার খাতায় তা লেখা যায় এবং নম্বর পাওয়া যায়। পরীক্ষার খাতা লেখার আরো সহজ উপায় আছে। মুখস্থ করতে ত কষ্ট লাগে, সময় লাগে। তার দরকার নেই। এক টুকরা কাগজের মধ্যে পকেটে করে নিয়ে